বাঙালির বইপড়া

পুস্তকপ্রেমীদের ষাণ্মাসিক

প্রথম সংকলন । এপ্রিল ২০২২

স ম্পা দ ক

জাহিরুল হাসান

আবেদন

প্রতি মাসে অন্তত একটি পছন্দের বই কিনুন ও পড়ুন। অনলাইনে পড়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়া, বই হাতে নিয়ে পড়ার বিকল্প নয়। অভিভাবকদের বই পড়তে দেখলে শিশুদেরও বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সবাই বই পড়লে একদিন দেশ হবে 'রিডিং নেশন'। 'রিডিং নেশন' থেকেই হওয়া যায় 'লিডিং নেশন'। বাঙালির বইপড়ার ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করতে আসুন আমরা সবাই হাত মেলাই।

লিইবার ফিয়েরা

প্রকাশকের কথা

ছাপার অক্ষরে বইয়ের ইতিহাস খুব পুরানো না হলেও বই যে আমাদের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ তা অনস্বীকার্য। জীবনের বহু ক্ষেত্রেই বই বন্ধু, শিক্ষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এমনকী অভিভাবকদের থেকেও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্যি কথা বলতে কী, আজ এই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের যুগে একথা হাস্যকর মনে হলেও কুসংস্কারহীন, প্রগতিশীল, প্রকৃত আলোকিত সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনের জন্য বই পড়া বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বইয়ের সাহায্যে শুধু যে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের, দেশের, সংস্কৃতির ও ভাষার খবরাখবর পাই তাই নয়, বই আমাদের হৃদয়ের আগল খুলে আমাদের মন ও মেধাকে আরও উন্নত করে তোলে। বই আমাদের শেখায় কীভাবে আমরা সংস্কারের বেড়াজাল টপকে চিন্তার জগতকে আরও প্রসারিত করে তুলতে পারি। তাই অধুনা এই গুগল-নির্ভর যুগে এসেও আমাদের একবাক্যে স্বীকার করে নিতেই হয় যে সমাজ বদলের ক্ষেত্রে বই-ই শেষ কথা।

আর যদি পাঠকদের কথা বলতে হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে বইয়ের সঙ্গে আমাদের, মানে বাঙালি পাঠকদের এক অদ্ভুত আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। স্মার্ট ফোনের দৌলতে বইয়ের কদর সাম্প্রতিক কালে একটু কমলেও আম বাঙালিরা এখনও মননশীল বইয়ের খোঁজ পেলে উল্লসিত হন। সেইসব বইপ্রেমী বাঙালি পাঠকদের কথা মনে করেই আমাদের এই *বাঙালির বইপড়া* সংকলনটির পরিকল্পনা। বইয়ের বিষয় নিয়েই শুধু নয়, বই তৈরির খবর, দেশ বিদেশের লেখকদের খবর, বই পাড়ার অলিগলির খবর, এককথায় বলতে গেলে বইলেখা থেকে শুরু করে বই প্রকাশ পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক বিষয়ের সহজ সরল আলোচনা থাকবে আমাদের এই সংকলনে। দেশবিদেশের বইয়ের আলোচনা যেমন থাকবে তেমনই থাকবে স্বনামধন্য ও নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের সাক্ষাৎকার। থাকবে বই সংক্রান্ত দেশবিদেশের পুরস্কারেরও খবর। একইসঙ্গে আমাদের এই সংকলনের প্রতি সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্রে থাকবে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আলোচনামূলক লেখা।

আমরা মনে করি উচ্চমান-সমৃদ্ধ গল্প ও কবিতার বই যেমন সাহিত্য ক্ষেত্রের চলমানতাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে, তেমনই তত্ত্বমূলক বই ও তা সম্বন্ধীয় আলোচনা বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। আমাদের এই সংকলনের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই ঐকান্তিক বিশ্বাসকে বাস্তবায়নের একটা প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। এই সংকলনে বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও বিবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ে করা বিবিধ আলোচনা পাঠককে যেমন প্রকাশনা শিল্প বিষয়ে আলোকিত করবে একই সঙ্গে পাঠককে বইয়ের মান সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বই যে সমগ্র জাতির চেতনাকে ধারণ করে সেই ভরসা ও বিশ্বাসে আমাদের এই বইমুখী সংকলন কিছুটা হলেও জলসিঞ্চন করবে এই আমাদের সকলের আশা।

টিম এল এফ বুকস

বিষয়

৭ সম্পাদকের চিঠি
৯ সম্পাদককে বার্তা
১১ নির্মাণকাহিনি

মূল ভাব

১৩
পার্থপ্রতিম রায়
বাঙালির তুমি বই

১৪
বিমল দেব
বাঙালির বইপড়া

বই আলোচনা

১৬
পবিত্র সরকার
তাঁর বিনয়টি বড়ো সুন্দর
কবির প্রবন্ধ

২০
গৌতম ভদ্র
খণ্ড ও প্রান্ত কথার নামাবলি: অস্ট্রেলিয়া
ডায়াসপোরা

২৬
কুমার রাণা
ব্যক্তিগত সম্পত্তি অভিশাপ
পরিবেশ

২৯
প্রবীর আচার্য
কৃষি ইতিহাস
লোকজীবন

৩২
শুভময় সরকার
একটি অধুনাপাঠ ও মুগ্ধতার কিছু কথা
জেলার বই

বিশেষ উপস্থাপন

৩৪
হর্ষ দত্ত
সমালোচনার সমালোচনা
সমালোচনা-সাহিত্য

সাক্ষাৎকার

৩৮
ফ্রাঁস ভট্টাচার্য
কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদ করছি

৪১
সুবল সামন্ত
বিদুষী ফ্রাঁস ভট্টাচার্য
সম্পর্কে

চিরকালীন

৪৪
রামচন্দ্র প্রামাণিক
এক অন্য পৃথিবী
আত্মজীবনী

৪৮
মৃণ্ময় প্রামাণিক
হায়দারের বইটি একালের মহাভারত
প্রতিবেশী সাহিত্য

৫১
জাহিরুল হাসান
জন্মশতবর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
শতবর্ষ

৫৫
শিমুল সেন
ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশায়িত: নতুন আলোয়
ভাষাচর্চা

প্রবন্ধ

৫৯
অর্ণব সাহা
দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য
বটতলা

৬২
অতনু ভট্টাচার্য
এত কবিতার বই! পাঠক রয়েছে কোন গ্রহে?
কবিতা

বিতর্ক

৬৫
দেবকুমার সোম ও মণিশঙ্কর
রেড ইন্ডিয়ানদের ভাষাতেই কি সংলাপ লিখতে হবে?
উপন্যাসের সংলাপ

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র

৭০
অংশুমান ভৌমিক
নাট্যকারের সন্ধানে চার দশক
স্মৃতিকথা

৭৫
অনিরুদ্ধ ধর
একটি নয়, দু'টি ট্রিলজির নির্মাতা
চলচ্চিত্র

৭৮
শুভঙ্কর দে
সিনেমাপাড়া দিয়ে
বইনির্মাণ

ব্যক্তিত্ব

৮১
প্রেমচাঁদ বৈরাগী
বাঙালি ঘরে না জন্মেও বাঙালি
প্রকাশক

৮৩
রাজন গঙ্গোপাধ্যায়
বহরমপুরের বইবাড়ি
ব্যক্তিগত সংগ্রহ

ব্যক্তিগত গদ্য

৮৮
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
মেদু বড়া, ফিলটার 'কাপি' আর বই-আড্ডা
বহির্বঙ্গ

৯১
সুপ্রিয় সাহা
ছোটোদের বই বড়োদের বই
নিষিদ্ধ বই

বিশেষ প্রতিবেদন

৯৩
বিশ্বজিৎ মণ্ডল
বই কারিগর
পুরোনো বই

পত্রিকা

৯৫
দেবকুমার সোম
প্যারিস রিভিউ
বিদেশি জার্নাল

কলাম

৯৭
বইভ্রমর
নির্ভুল ছাপায় কেন নজর দেওয়া হবে না?

বিশেষ ক্রোড়পত্র: নেতাজি ১২৫

১০২
অমিতাভ গুপ্ত
ডি ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্র

১০৬
বেঞ্জামিন জাকারিয়া
সুভাষ বোস ও ফ্যাসিবাদ

১০৯
দেবনারায়ণ মোদক
শ্রমিক আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র: একটি প্রতিবেদন

১১৫
অনিন্দ্য ভুক্ত
সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা-ভাবনা

১১৭
ইমানুল হক
অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার মানুষ নেতাজি

১২০
সুশান্ত কুমার বিশ্বাস
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

১২৫
রাহুল দাশগুপ্ত
সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী: কিছু প্রসঙ্গ

১৩২
তন্ময় ভট্টাচার্য
সুভাষচন্দ্র, ষাটের দশক ও একটি 'ষড়যন্ত্রী' বই

১৩৫
প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
নেতাজির উপরে লেখা বইয়ের তালিকা

প্রচ্ছদ বিষয়

১৪০
করোনা ও বইপাড়া

১৪৪
লকডাউনের কোলাজ

১৪৭
প্রশান্ত ভৌমিক
করোনাচিত্র: বাংলাদেশ

বই

১৪৯
নতুন বইয়ের খবর

সম্পাদকের চিঠি

প্রথম সব কিছুই, যেমন এই উদ্বোধনী সংখ্যা, তা সে প্রথম প্রয়াস হিসেবে যতই পরিমিত হোক, একটা ইতিহাস হয়ে থাকে, সাহিত্যের বৃহৎ আঙিনায় না হোক, অন্তত কিছু পাঠকের স্মৃতিতে। কেউ হয়তো জানতে চাইবেন, কীভাবে ব্যাপারটা শুরু হল? তা হলে, গল্পটা একটু বলি।

আমরা যারা লেখালেখি, ছাপাছাপির সঙ্গে জড়িয়ে আছি নানাভাবে দীর্ঘ সময় ধরে, উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, বইয়ের বিক্রি ক্রমাগত কমছে দ্রুত হারে। এটা যাঁরা বইমেলায় নিয়মিত যান এবং লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল বা বইয়ের স্টলে বসেন, তাঁরা সবচেয়ে ভালো বুঝবেন। এ যে শুধু করোনার জন্য হয়েছে বা লিটল ম্যাগাজিন ও ছোটো প্রকাশকদের সমস্যা, একেবারেই তা নয়।

করোনার আগে থেকেই ছাপা বইয়ের চাহিদা কমতে শুরু করে গত দশক ধরে। এমনও নয় যে, ই-বুক বা অনলাইন প্লাটফর্ম বিকল্প হয়ে ক্ষতিটা ভালোভাবেই পুষিয়ে দিচ্ছে। এটা বেশ বোঝা গেছে যে বাঙালি পাঠক নিখরচায় পিডিএফ যদিও বা পড়ে, ই-বুকে তার বিশেষ রুচি নেই। এখনও মলাটসুদ্ধ জাপটে ধরে বই পড়ার অভ্যাস সে ত্যাগ করতে পারেনি। যেটুকুই পড়ুক, তার সিংহভাগ ওই হার্ড কপি। তবে অনলাইনে বই কেনা ধীরে ধীরে বাড়ছে, এটা একটা আশার কথা।

আমরা তো চাই, অনলাইনে বা কিন্ডল ও ওই জাতীয় পাঠযন্ত্রে বইপত্রের উচিত দাম চুকিয়ে মানুষ বেশি করে পড়ুন। তাতে সব ক্ষেত্রেই ব্যয় কমবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা প্রকৃতি বাঁচবে, কাগজকলের বিশাল খিদে মেটাতে প্রতি বছর যে বিপুল হারে বৃক্ষনিধন হয়, তা ঠেকানো যাবে। কিন্তু এখনও, এ দেশে অন্তত, সে পরিস্থিতি যখন তৈরি হয়নি, কাগজের বইই আমাদের প্রধান ভরসা। আর, সেই ভরসাই কিনা টলমল করছে।

তবে, বাঙালি তো চট করে কিছু মানতে চাই না। তর্ক করা আমাদের অভ্যাস। সমস্যার কথা যাঁদের কাছে বলেছি, তাঁরা যে একেবারে অস্বীকার করছেন বইপড়া কমে যাওয়ার কথা তা নয়, তবু অনেকে মনে করেন যারা বই পড়ার তারা ঠিকই পড়ছে, বই কিনছেও, আমরা জানতে পারছি না। ঠিকই, কিছু পাঠক তো আছেন, থাকবেনও। আমাদের এক প্রকাশক বন্ধু মনে করেন, এই দুঃসময়েও ভালো টাইটেলের মার নেই। ওই জিনিসটারই খুব আকাল। যত্ন করে ছাপা, সুলিখিত সুসম্পাদিত বই হলে আর তার সঙ্গে কিছুটা প্রচার, বেস্টসেলার নাই বা হোক ডোবাবে না প্রকাশককে।

আসলে, বই পড়া কমছে না বাড়ছে, এ তর্কের সমাধান নেই, কেন নেই, তা এইজন্য যে পরিসংখ্যান কই? অন্যান্য শিল্পের, বাণিজ্যের যেমন, হ্রাস-বৃদ্ধি জ্ঞাপিত হয়, পুস্তক ব্যবসার তা নয়। কে করবে? এখানে তো কোনো বাণিজ্য সংগঠন নেই, কোনো মুখপত্র নেই, যেগুলি আছেও, তাদের এ বিষয়ে সক্রিয়তা কতটুকু তা আমরা সকলে জানি। প্রকাশকদের পেশাদারিত্বও কম, এডিটর পোষার ক্ষমতা তাঁদের নেই, ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানের ওপর ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণের অভাব, আর প্রকাশকের নাম থাকলেও দেখা যাবে অধিকাংশ বই লেখকের নিজের অর্থে ছাপা। এরকম নানান সমস্যা!

পবিত্র সরকার

তাঁর বিনয়টি বড়ো সুন্দর

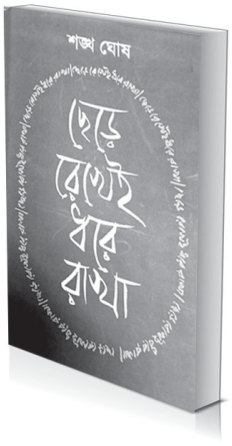

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩৪-২০২১)-এর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে বেরিয়েছিল এ বইটি, সম্ভবত লেখকের জীবৎকালে শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। মন-কেমন-করা প্রশ্ন জাগে, তিনি কি খেয়াল করেছিলেন বইটিকে নিষ্প্রভ চেতনার মধ্যে, আঙুল দিয়ে ছুঁতে পেরেছিলেন এটিকে? জানি, এ সব প্রশ্ন সমালোচনার গৃহীত এক্তিয়ারে আসে না। তবু লিখতে গিয়ে এই প্রশ্নগুলি হুড়মুড় করে সামনে এসে দাঁড়াল।

এমন একজন লেখক হিসেবে নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন ওই মানুষটি, যাঁর উচ্চারণ গদ্য হোক, পদ্য হোক আমাদের কোনও ভাবেই অন্যমনস্ক থাকতে দেয় না, তা রচিত বাক্য থেকে শব্দ

কৃষি দেবী ভাঁজো

প্রবীর আচার্য

কৃষি ইতিহাস

বিশ শতক থেকে সূচনা কৃষিবিপ্লবের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজেও লেগেছে তার ছোঁয়া। ধীরে ধীরে যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠছে কৃষিকাজ। বাংলার "ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়" গ্রামগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লৌকিক ভাষা, প্রথা ও যন্ত্রগুলি। এই প্রথাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, অতীতের ভুল এবং সঠিক পদক্ষেপগুলি না জানলে ভবিষ্যতের অগ্রগতিকে ঠিকমতো

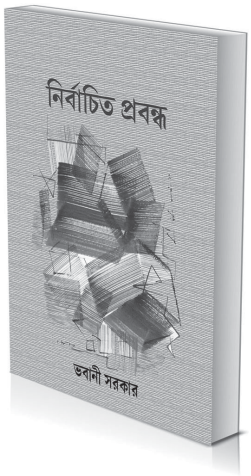

শুভময় সরকার

একটি অধুনাপাঠ এবং মুগ্ধতার কিছু কথা

ব্যক্তিগত জীবনে অনেকের মতো আমারও যাপনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিত্যনতুন গ্রন্থপাঠ। সম্প্রতি জাঁ পল সার্তের একটি সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম, যেখানে তিনি বলছেন— 'আমার ধর্ম আমি খুঁজে পেয়েছিলাম: বইয়ের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় কোনো কিছুকেই মনে হত না। গ্রন্থাগারকে আমি মন্দিরের মতো দেখতাম।' এ যেন আমাদেরই মনের কথা, উচ্চারিত হল সেই কিংবদন্তি দার্শনিকের মুখে। সত্যি বলতে কী, আমরা অনেকেই বইয়ের মধ্যেই খুঁজে নিয়েছিলাম আমাদের 'সব পেয়েছির দেশ'।

ধান ভাঙতে শিবের গীত দীর্ঘায়িত হয়ে গেল, বরং আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। সত্যি বলতে কী, প্রায় সারা বছর জুড়েই চলতে থাকে আমার 'অধুনা পাঠ'। তো সেই অধুনা পাঠের সূত্র ধরেই অতি সম্প্রতি পঠিত একটি বই নিয়ে নিজের কিছু ভাবনা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। তবে বইটি নিয়ে কথা বলার আগে সামান্য কিছু অন্য কথা বলাও জরুরি। বইয়ের বিষয় বা মান যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বইয়ের প্রকাশনার মানও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বই হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার মধ্যেও কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত তৃপ্তি আর বিষয়ের সঙ্গে নিখুঁত মেলবন্ধন হলে নিঃসন্দেহে পাঠসুখ পৌঁছে যায় ভিন্ন মাত্রায়।

নয়ের দশকের বিশ্বায়ন পরবর্তী সময় যত এগিয়েছে, কেন্দ্র ততোই ভেঙেছে। কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতিগে পৌঁছে গেছে ঢেউ। সুদূর প্রান্তিক অঞ্চলের গ্রাম্য বালিকাটির হাতে পৌঁছে গেছে চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান। কিবোর্ডে আঙুলের সামান্য নড়াচড়া করিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকটি দেখে নিতে পারছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সদ্য মুক্তি পাওয়া ওয়েবসিরিজটি। তাই পুস্তক প্রকাশনাও যে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতিগে পৌঁছে যাবে, এ তো অনিবার্য।

বাংলা প্রকাশনার ভরকেন্দ্র যে আরও অনেককিছুর মতো আজও কলকাতা, এই চরম বিকেন্দ্রীকরণের সময়েও সেটা অস্বীকার করার

বঙ্গদর্শন

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

ভাগ্য সমালোচন।

হর্ষ দত্ত

সমালোচনার সমালোচনা

কোনও ভণিতা না-করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যাক সমালোচনা কত প্রকার এবং কী কী?

মোটা দাগে এই প্রশ্নের উত্তর হল দু'প্রকার। প্রথমটি সুখালোচনা অর্থাৎ সফট বা লাইট রিভিউ। আর দ্বিতীয়টি তন্নিষ্ঠালোচনা, ইংরেজিতে যাকে বলা যায়, টু দি পয়েন্ট ক্রিটিসিজম। তবে আবারও মনে করিয়ে দিই, এই ভাগ খুব মোটা দাগের বাটোয়ারা। সমালোচনার এই দ্বিখণ্ডীকরণের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না। কিন্তু কিছু করার নেই। সমদৃষ্টি নিয়ে দেখুন, সমালোচনার জগতে এরাই এখন এক ঝলকে প্রতিভাত। প্রথমটি শুধু হালকা ধরনেরই নয়, আলোর মতো নানা পাওয়ারের বাল্‌ব। অপরদিকে দ্বিতীয়টি আগুন। দাহিকাশক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ এই দ্বিতীয়টিতে প্রবল। এই আগুনে সমালোচিত গ্রন্থটি পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে, কিংবা হয়ে উঠতে পারে ইস্পাত।

সুখালোচনা নামটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে প্রশ্রয় নামক অতিপরিচিত একটি শব্দ। আশ্রয়ও বলা যেতে পারে। এমনতর আলোচনার পরিক্রমাটি যে-যে পথে চলে, যে-যে পথে আপনাকে টানতে-টানতে নিয়ে যাবে, তা পাঠক হিসেবে আপনার অজানা নয়। পথের শুরু হয় পত্র-পত্রিকা দফতরে বইটি জমা পড়ার পর থেকেই। কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিতে পারেন, "বইটি অমুক আলোচকের কাছে পাঠিয়ে দিন। দেখবেন, যেন তিনি শুইয়ে না দেন। ভুল-ত্রুটি খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই। বেশি নয় আবার কমও নয়, মাঝামাঝি প্রশংসা কাম্য। সমালোচনা পড়ে পাঠকের মনে যেন